কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ
لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا
بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

২৪. তোমাদের জন্য সধবা(বিবাহিত) নারীদের হারাম করা হয়েছে, তবে কাফেরদের ওই সব স্ত্রী ছাড়া যারা (যুদ্ধবন্দী হয়ে) তোমাদের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য লিখিত বিধান। আর এসব নারী ব্যতীত তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের অর্থের বিনিময়ে তালাশ করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে যেসব নারীকে বিয়ে করতে চাও[১] তাহলে তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও। আর নির্ধারিত মোহরের পর যদি তোমরা পরস্পর (কোনো পরিমাণে) সম্মত হও, তাহলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ
يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ
الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ
بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ
بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এতটুকু সামর্থ্য রাখে না যে, স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করবে তাহলে ওই সকল মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করো যা তোমাদের অধিকারভুক্ত।[২] আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে খুব ভালো জানেন। তোমরা পরস্পর এক। অতএব তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদের সাথে বিয়ে করো এবং ভালোভাবে তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহকারীণী নারী

টীকা:

১ কুরআন মাজীদে নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে উপকার লাভের দুটি পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে (১) শরয়ী বিবাহের মাধ্যমে (২) নারী যখন শরয়ীভাবে দাসী হয়ে যায়। সুতরাং এই দুটি ব্যতীত সকল পদ্ধতি হারাম।

২ যে ব্যক্তি স্বাধীন নারীর সাথে বিবাহ করার শক্তি রাখে কিন্তু সামর্থ্য নেই তাহলে কোনো মুসলমানের মুমিন দাসীর সাথে তার মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ করতে পারবে। নিজের দাসীর সাথে বিবাহ হয় না কেননা সে তো মালিকের জন্য বিবাহ ছাড়ায় হালাল।

أُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ
مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ
فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ
مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ
لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾ ع

হবে ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তাদের বিবাহ হয়ে যায়, তখন যদি কোনো অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদের জন্য স্বাধীন নারীদের তুলনায় অর্ধেক শাস্তি রয়েছে।[১] এ ব্যবস্থা তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত যার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আর তোমাদের ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম।[২] আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ
سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ
عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ চান স্বীয় বিধানাবলী তোমাদেরকে বর্ণনা করতে। আর তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জীবনাচরণ সম্পর্কে বলতে আর তোমাদের দিকে নিজ অনুগ্রহে প্রত্যাবর্তন করতে। আর আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَ
يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ
تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

২৭. আর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। আর যে সমস্ত লোক নিজেদের কামনা-বাসনাকে অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা যেন সরল পথ থেকে অনেক দূরে সরে যাও।

ع ٤

টীকা:

১ ব্যভিচারী দাসী কুমারী হোক বা বিবাহিত তার শাস্তি আযাদ কুমারী নারীর অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ টি বেত্রাঘাত। বিবাহিত দাসীকে স্বাধীন নারীর মতো প্রস্তরাঘাত করা যাবে না কেননা প্রস্তরাঘাতের শাস্তিকে অর্ধেক করা সম্ভব নয়।

২ উত্তম হলো স্বাধীন নারীর সাথে বিবাহ করা আর দাসীর সাথে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা তবে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তার জন্য অন্যের দাসীর সাথে বিবাহ করা জায়েয কিন্তু তখনও ধৈর্যধারণ করা আর বিরত থাকা উত্তম।

বি:দ্র: বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে পুরুষকে দাস আর নারীকে দাসী বানানোর আইন শেষ হয়ে গেছে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

২৮. আল্লাহ চান তোমাদের জন্য বিধানকে সহজ করতে যেহেতু মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না,[১] তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় (তা বৈধ)। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. আর যে ব্যক্তি জুলুম কিংবা সীমালঙ্ঘনের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে তাহলে খুব শীঘ্রই আমি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবো। আর তা আল্লাহর জন্য খুবই সহজসাধ্য।[২]

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَاۗىِٕرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ

৩১. যদি বড় গোনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারো যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমি তোমাদের অন্যান্য গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবো এবং

টীকা:

১ এখানে অবৈধ পন্থা বলতে এমন পদ্ধতিকে বোঝায় যার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে শরীয়ত হারাম সাব্যস্ত করেছে। যেমন ঘুষ, ডাকাতি, চুরি, জুয়া বা সুদের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা তদ্রুপ মিথ্যা শপথ, মিথ্যা স্বাক্ষী, খেয়ানত আর গুনাহ দ্বারা উপার্জিত টাকা যেমন গান বাজনার টাকা এসব অবৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

২ এখানে জুলুম শব্দ দ্বারা এজন্য আয়াতকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, যেসব অবস্থায় কাউকে হত্যা করা জায়েয সেসব অবস্থায় হত্যা করা গুনাহ নয় যেমন মুরতাদের শাস্তি অথবা হত্যাকারীকে কিসাসে হত্যা করা অথবা বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাত করা অথবা ডাকাতের মোকাবেলায় অথবা বিদ্রোহীদেরকে যুদ্ধে হত্যা করা। এসব রাষ্ট্রের জন্য জায়েয বরং রাষ্ট্রকে এর হুকুম দেওয়া হয়েছে।

نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾	সম্মানজনক স্থানে তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো।[১]
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾	৩২. আর তোমরা ওই সব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করো না যার দ্বারা আল্লাহ পাক তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষদের জন্য তাদের কৃতকর্মসমূহ হতে অংশ রয়েছে, আর নারীদের জন্য তাদের কৃতকর্মসমূহ হতে অংশ রয়েছে। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে জানেন।
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٣٣﴾ ع	৩৩. এবং পিতা-মাতা আর নিকটাত্মীয়গণ যে সম্পদ রেখে যায় আমি সকলের জন্য ওই সম্পদে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছো তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর স্বাক্ষী।[২]
اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ	৩৪. পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল কারণ আল্লাহ তাদের মধ্যে একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এবং এজন্য যে, পুরুষেরা নারীদের জন্য

ع ৫

টীকা:

১ "কবীরা গুনাহ" এর একটি সংজ্ঞা হলো সেই গুনাহ যা করলে কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যমতে কঠোর শাস্তির অধিকারী হতে হবে।

২ এর দ্বারা আকদে মুয়ালাতকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ হলো এমন ব্যক্তি যার পিতৃ পরিচয় অজানা সে অন্যকে বলবে তুমি আমার মুনিব আমি যদি মারা যায় তাহলে তুমি আমার উত্তরাধিকারী হবে আর আমি কোনো অপরাধ করলে তোমাকে দিয়্যাত দিতে হবে। অন্যজন বলবে আমি কবুল করলাম তখন এই আকদ শুদ্ধ হয়ে যায়। আর কবুলকারী উত্তরাধিকারী হয়ে যায় আর দিয়্যাতও তার উপর সাব্যস্ত হয়ে যায়।

اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ
قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ
فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

তাদের সম্পদ ব্যয় করে।[১] আর নেককার স্ত্রীরা (স্বামীর) আনুগত্যশীল হয়ে থাকে (এবং) তাদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর দয়া ও সামর্থ্যে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করে। আর যে সকল স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে তোমাদের আশঙ্কা হয়, তাহলে তাদেরকে বুঝাও আর (না বুঝলে) নিজের বিছানা তাদের থেকে পৃথক করে নাও। অতঃপর (আবার না বুঝলে) তাদেরকে প্রহার করো।[২] তারপর যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তাহলে এখন তাদের জন্য (জুলুমের) পথ অনুসন্ধান করো না।[৩] নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا
حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ

৩৫. আর যদি তোমাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়ার আশঙ্কা হয় তবে পুরুষের পরিবার থেকে একজন সালীস এবং মহিলার পরিবার থেকে একজন সালীস পাঠাও তারা উভয়

টীকা:

১ পুরুষের নারীদের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। এর একটি কারণ হলো আল্লাহ পাক পুরুষদেরকে এই মযার্দা দান করেছেন আরেকটি কারণ হলো পুরুষ নারীদের ব্যয়ভার গ্রহণ করে, এছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে, কিন্তু এ কথা মনে রাখা উচিত যে, পুরুষদের শ্রেণী নারীদের শ্রেণী অপেক্ষা উত্তম তার মানে এই নয় প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যেক নারী থেকে উত্তম কেননা কতিপয় নারী কতিপয় পুরুষ অপেক্ষা উত্তম যেমন হযরত খাদিজা, হযরত ফাতিমা, হযরত আয়েশা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ অনেক পুরুষের চেয়ে উত্তম।

২ এই প্রহার দ্বারা হাত বা মিসওয়াকের মতো বস্তু দ্বারা চেহারা আর কোমল অঙ্গ ব্যতীত শরীরের অন্য জায়গায় একবার বা দু'বার মারাকে বোঝানো হয়েছে। সেই প্রহারকে বোঝানো হয়নি যা আমাদের সমাজে মূর্খদের মাঝে প্রচলিত যে, চেহারা আর শরীরের সব জায়গায় লাথি ঘুষি মারা, লাঠি বা হাতে যা কিছু থাকে তা দিয়ে মারা আর রক্তাক্ত করে দেয়া এসব হারাম আর নাজায়েয কবীরা গুনাহ আর নিকৃষ্টতম মূর্খতা, বেহায়াপনা।

৩ এই আয়াত দ্বারা ওই সমস্ত লোকদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত যারা স্ত্রীদের হাজার বার ক্ষমা চাওয়ার পরে,কান্নাকাটি করার পরে, বিভিন্ন ধরণের দোহাই দেয়ার পরও নিজেকে নত করে না আর দুর্বলের প্রতি জুলুমের অভ্যাস গড়ে নিজের কাপুরুষতাকে বাহাদুরী মনে করে।

যদি মীমাংসা করে দিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মাঝে মিল করে দিবেন।[১] নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু জানেন।	اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং আল্লাহর ইবাদত করো আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকীন, অভাবী, কাছের প্রতিবেশী, দূরের প্রতিবেশী, পাশে বসে এমন সাথী, মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যে দাম্ভিক ও আত্মগৌরবকারী।[২]	وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ﴿٣٦﴾ ۙ
৩৭.ওই সব লোক যারা নিজেরাও কৃপণতা করে এবং অন্যকেও কৃপণতা করতে বলে আর আল্লাহ তাদেরকে যা স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন তা গোপন করে (তাদের	الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ

টীকা:

১ যখন কোনোভাবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে অনৈক্য শেষ না হয়, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ের নিকটাত্মীয়র মধ্য থেকে একজন করে সালীস নির্ধারণ করা। সালীস সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবে। যদি ভালো নিয়ত আর সঠিক পদ্ধতিতে চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ পাক স্বামী স্ত্রীর মাঝে মিল সৃষ্টি করে দিবেন। এই সালীস মীমাংসা করে দেয়ার অধিকার রাখে, তাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে পৃথক করার অধিকার নেই। অর্থাৎ এরা পৃথক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শরয়ীভাবে হয়ে যাবে এমনটি নয়।

২ কাউকে নিজের চেয়ে ছোট মনে করা আর সত্য কথাকে গ্রহণ না করাই হলো অহংকার এটা অত্যন্ত খারাপ স্বভাব আর কবীরা গুনাহ।

مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۳۷﴾

জন্য শাস্তিবার্তা রয়েছে)।[১] আর কাফেরদের জন্য আমি অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾

৩৮. আর ওই সব লোক যারা স্বীয় ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং না আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আর না শেষ দিবসের প্রতি (সুতরাং তাদের জন্য কঠোর শাস্তিবার্তা রয়েছে) এবং যার সাথী শয়তান হয়েছে, সে কতই না নিকৃষ্টতম সাথী।[২]

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿۳۹﴾

৩৯. আর যদি তারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনতো এবং আল্লাহর প্রদত্ত রিযিক থেকে তাঁরই পথে ব্যয় করতো তাহলে তাদের কী ক্ষতি হতো? আর আল্লাহ তাদেরকে জানেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ

৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ এক অণু পরিমাণও কারো প্রতি জুলুম করেন না।[৩] আর যদি তা

টীকা:

১ কৃপণতার শরয়ী অর্থ হলো যিম্মায় আবশ্যক জিনিসকে না দেওয়া তবে এখানে কৃপণতা বলতে ইহুদিদের হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাওরাত শরীফে উল্লেখিত গুণাবলী বর্ণনা করতে কৃপণতা করা আর কতিপয় মুফাসসিরগণের মতে এর দ্বারা সম্পদ খরচ করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করাকে বোঝানো হয়েছে।

২ যখন বান্দা শয়তানের কাজ করে শয়তানকে খুশি করে তখন শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায় আর যার সঙ্গী শয়তান সে যেন তার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে নেয়। এর বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে সিরাতুল জিনান খন্ড-২ পৃষ্ঠা -২০৫ এ দেখুন।

৩ আল্লাহ পাক এ থেকে পবিত্র যে, তিনি কারও উপর অণু পরিমাণও জুলুম করবেন। এখানে এর অর্থ হলো কারও নেক আমল বিনষ্ট করে প্রতিদান দেওয়া থেকে বঞ্চিত করে দেয়া অথবা অপরাধ থেকে অধিক শাস্তি দেয়া আল্লাহ পাকের শান নয়।

تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

সৎকর্ম হয়, তবে তাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে অসংখ্য সাওয়াব দান করেন।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾

৪১. কাজেই কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে স্বাক্ষী নিয়ে আসবো আর হে হাবীব, তোমাকে তাদের সবার উপর স্বাক্ষী ও প্রত্যক্ষকারী হিসেবে নিয়ে আসবো।

وقف النبی عليه السلام

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿٤٢﴾

৪২. সেদিন কাফের ও রাসূলের কথা অমান্যকারীরা কামনা করবে আহ! যদি তাঁদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হতো। আর তারা আল্লাহর কাছে কোনো বিষয় গোপন করতে পারবে না।[১]

ع ٢ ٤٣

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ

৪৩. হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলো, আর না অপবিত্র অবস্থায় (নামাযের কাছে যাও) যতক্ষণ না গোসল করে নাও। তবে সফর অবস্থায় থাকলে (তায়াম্মুম করে নাও)। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাকো কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি শৌচাগার থেকে এসে থাকো কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছো আর পানি না পাও, তবে

টীকা:

১ এই আয়াত যদিও কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু তারপরও পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর আযাবকে ভয় করা উচিত যেমন বুযুর্গানে দ্বীন কিয়ামতের ভয়াবহতা আর জাহান্নামের কঠোরতার ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন।

فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। সুতরাং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়কে মাসেহ করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[১]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾ؕ

৪৪. তুমি কি ওই সব লোকদেরকে দেখোনি যারা কিতাবের একটি অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. অথচ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালোভাবেই জানেন।[২] আর রক্ষা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ

৪৬. কিছু সংখ্যক ইহুদি বাণীগুলোকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে দেয় আর বলে আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। আর আপনি শুনুন, না শোনার মতো। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে, "রা'ইনা"। অথচ যদি তারা বলতো আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং হুযুর আমাদের কথা শুনুন এবং হুযুর

টীকা:

১ এই আয়াতে নেশাগ্রস্ত আর অপবিত্র অবস্থায় নামাযের নিকট না যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর তায়াম্মুমের বিস্তারিত হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে । এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে সিরাতুল জিনান খন্ড-২ পৃষ্ঠা -২১২ দেখুন।

২ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমাদের চেয়ে আমাদের শত্রুদের অধিক জানেন, সুতরাং তিনি যাকে শত্রু বলে দিবেন নিশ্চয়ই সে আমাদের শত্রু। যেমন শয়তান, কাফের ও মুনাফিক।

وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, তবে তা তাদের জন্য উত্তম আরো অধিক উত্তম হতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর কারণে। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যক লোকই দৃঢ় বিশ্বাস করে।[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

৪৭. হে আহলে কিতাব,[২] আমি যা অবতীর্ণ করেছি তোমাদের সঙ্গেকার গ্রন্থের সত্যায়নকারী হিসেবে (কুরআন) তার প্রতি ঈমান আনো, এমন হওয়ার আগেই যে, আমি বিকৃত করে দেবো অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেবো পশ্চাৎ দিকে কিংবা অভিসম্পাত করবো তাদের প্রতি যেমন করে অভিসম্পাত করেছি শনিবার পালনকারীদের উপর। আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ

৪৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ এই বিষয়কে ক্ষমা করেন না যে, কেউ তাঁর সাথে শিরক

টীকা:

১ এই আয়াতে ইহুদিদের খারাপ অভ্যাসের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতি আদব করার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

২ এই আয়াতে ঈমান না আনার ক্ষেত্রে ইহুদিদের চেহারা বিকৃত করা আর তাদের প্রতি অভিসম্পাতের শাস্তিবার্তা বর্ণনা করা হয়েছে। কতিপয় মুফাসসিরগণ বলেছেন এই শাস্তিবার্তা দুনিয়ার জন্য আর কতিপয় বলেছেন এই শাস্তিবার্তা পরকালের জন্য। প্রথম উক্তির ক্ষেত্রে কতিপয় মুফাসসির বলেছেন চেহারা বিকৃত করার শাস্তিবার্তা তখনই হবে যখন ইহুদিদের মধ্য থেকে কেউ ঈমান না আনতো আর যেহেতু অনেক ইহুদি ঈমান নিয়ে এসেছে এজন্য শর্ত পাওয়া যায়নি আর শাস্তিবার্তা উঠিয়ে নেওয়া হলো।

يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾

করবে।[১] আর এর নিম্ন পর্যায়ে যেটাই হোক না কেন যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করেন।[২] আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করলো সে যেন অনেক বড় গুনাহের অপবাদ আরোপ করলো।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তুমি কি ওই সব ব্যক্তিদেরকে দেখোনি যারা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে বরং আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন[৩] আর তাদের উপর খেজুরের অভ্যন্তরীণ আঁশ পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَ كَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾ ع

৫০. লক্ষ্য করো! কেমন করে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে অথচ প্রকাশ্য গুনাহের জন্য এই মিথ্যাই যথেষ্ট।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ

৫১.তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা কিতাবের একটা অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, তারা

ع ٧

টীকা:

১ যে কুফরী অবস্থায় মারা যাবে সে কখনও ক্ষমা পাবে না আর যে কুফরী করেনি সে যতই বড় গুনাহগার হোক না কেন সে জাহান্নামে চিরদিনের জন্য প্রবেশ করবে না বরং তার ক্ষমা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার (অর্থাৎ তার চাওয়ার) উপর মওকুফ থাকবে। ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন আর ইচ্ছা করলে তার গুনাহের শাস্তি প্রদান করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

২ কিয়ামতের দিন কুফর ব্যতীত প্রত্যেকটি গুনাহ ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে কিন্তু এই আশায় গুনাহ করা খুবই বিপদজনক বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুনাহকে হালকা মনে করলে কুফরী হয়ে যাবে। কতই দয়াবান সেই আল্লাহ যিনি লাখো গুনাহে লিপ্ত বান্দাকে ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন আর কতই নিকৃষ্ট সেই বান্দা যিনি এমন দয়ালুর দয়া আর কৃপায় কুরবান হয়ে তার ইবাদত করার পরিবর্তে তার নাফরমানীতে লিপ্ত রয়েছে।

৩ এখানে আত্মঅহংকারের নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মঅহংকার হলো যাকে আল্লাহ পাক স্বীয় করুণায় দ্বীনি অথবা দুনিয়াবী কোনো নেয়ামত দান করেছেন সে যেন মনে করছে এটা আমার স্বীয় চেষ্টার ফল আর এতে অহংকার করা শুরু করে দেয়।

الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ
الطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ
كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾

প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি ঈমান আনে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এই (মুশরিকরা) মুসলমানদের তুলনায় অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত।[১]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ
يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٢﴾ ؕ

৫২. এরাই হলো ওই সব লোক যাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যার উপর অভিসম্পাত করবেন তুমি কখনো তার কোনো সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا
يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٣﴾ ۙ

৫৩. তাদের কাছে কি রাজ্যের কোনো অংশ আছে? এমন হলে তো তারা মানুষকে একটি তিল পরিমাণও কোনো বস্তু দিতো না।

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰىهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ
اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ
مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

৫৪. বরং মানুষের সাথে তারা ওই বিষয়ের জন্য হিংসা করে আল্লাহ যা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন।[২] সুতরাং অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি আর তাদেরকে বিশাল রাজত্ব দান করেছি।

টীকা:

১ তাগুত(طاغوت) শব্দটি (طَغٰى) হতে নির্গত যার অর্থ হলো হট্টকারিতা। যারা আল্লাহ পাকের সাথে হট্টকারিতা আর অন্যকেও হট্টকারী বানায় তারা হচ্ছে তাগুত, সে শয়তান হোক বা মানুষ। যেহেতু তাগুত (طاغوت) শব্দের হট্টকারিতার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে, এজন্য আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দাদের জন্য এই শব্দটি কখনও ব্যবহার হবে না বরং যারা তাদের জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করে তারা নিজেই তাগুত (طاغوت)।

২ এই আয়াতে ইহুদিদের আসল রোগকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবতা হলো আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যে নবুওয়াত দান করেছেন আর তাঁর সাথে তাঁর গোলামদেরকে যে সাহায্য,বিজয়,সম্মান ইত্যাদি দান করেছেন তা নিয়ে এসব লোক নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও ঈমানদারগণকে নিয়ে হিংসা করে। আর ইহুদিদের এ ধরণের কাজ একেবারে মূর্খতার অন্তর্ভুক্ত।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

৫৫. অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর আযাবের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾

৫৬. নিঃসন্দেহে ওই সব লোক যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে খুব শীঘ্রই আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো। যখন তাদের চামড়াগুলো[১] খুব জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পরিবর্তন করে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে নেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও অধিক প্রজ্ঞার অধিকারী।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٧﴾

৫৭. আর ওই সব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে খুব শীঘ্রই আমি তাদেরকে এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ। আমি তাদেরকে প্রবিষ্ট করবো এমন স্থানে যেখানে ছায়া আর ছায়ায় থাকবে।

ع ١٠

টীকা:

১ এখানে কাফেরদের কঠোর আযাব আর জাহান্নামের কঠোরতাকে বর্ণনা করা হয়েছে। জাহান্নামে এমন হবে না যে, আযাবে পুড়ে গিয়ে মানুষ বেঁচে যাবে বরং আযাব হতে থাকবে, চামড়া জ্বলতে থাকবে আর আল্লাহ পাক নতুন চামড়া সৃষ্টি করতে থাকবেন যাতে আযাবের কঠোরতার মধ্যে শীতলতা না আসে। এটা এভাবে হবে যেমনটি দুনিয়ার মধ্যে কারও চামড়া পুড়ে গেলে কিছুদিন পর তা আবারও ভালো হয়ে যায়।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাদের আমানতসমূহ রয়েছে তাদেরকে সোপর্দ করে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করো তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ ع

৫৯. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের।[২] অতঃপর যদি তোমাদের কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হয়ে যায় তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দরবারে পেশ করো যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখো । আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।

ع ٥ ٨

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ

৬০.তুমি কি ওই সব লোকদেরকে দেখোনি, যারা দবী করছে যে, তারা ওই বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ

টীকা:

১ এখানে আয়াতে দুটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে (১) মানুষকে তাদের আমানত ফিরিয়ে দাও। (২) যখন বিচার করবে তখন ন্যায়ের সাথে বিচার করবে। এ দুটি শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার নিদর্শন আর শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং অধিকার আদায়ের কেন্দ্রবিন্দু।

২ উলুল আমর দ্বারা ইমাম, আদেশদানকারী, বাদশাহ, বিচারক, কাজী, আলেম ওলামা সবাইকে বোঝানো হয়েছে।

مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾

হয়েছে। তারা চায় বিচারকে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে[১] অথচ তাদেরকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো যে, তারা যেন তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান চায় তাদেরকে দূরের পথভ্রষ্টতার মধ্যে বিভ্রান্ত করতে থাকে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

৬১. আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও রাসূলের দিকে আসো তখন তুমি দেখবে মুনাফিকরা তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে।

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

৬২. তখন কী (অবস্থা) হবে, যখন তাদের উপর তাদের কৃতকর্মের দরূন বিপদ এসে পড়বে? তখন (হে হাবীব!) তারা শপথ করতে করতে তোমার কাছে এসে বলবে 'মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না'।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۖ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

৬৩. তাদের অন্তরের কথা তো আল্লাহ পাক জানেন। কাজেই তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাকো আর তাঁদেরকে বুঝাতে থাকো এবং তাদের সম্পর্কে তাদের সাথে মর্মস্পর্শী কথা বলতে থাকো।

টীকা:

১ এখানে তাগুত দ্বারা কাব বিন আশরাফ ইহুদিকে বোঝানো হয়েছে যার কাছে একজন মুনাফিক একজন ইহুদির সাথে নিজের ঝগড়ার মীমাংসা করানোর জন্য যেতে চাচ্ছিলো। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩১ অধ্যয়ন করুন।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

৬৪. আর আমি রাসূল এ উদ্দেশেই প্রেরণ করেছি,[১] আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হয়। আর যখন তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো, তখন হে হাবীব! যদি তারা তোমার নিকট আসতো ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমার আবেদন করতো তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেতো।[২]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

৬৫. সুতরাং হে হাবীব! তোমার রবের শপথ এরা মুসলমান হবে না যতক্ষণ না নিজেদের পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেবে,[৩] অতঃপর যা কিছু তুমি ফয়সালা করবে সেটার ব্যাপারে তাদের মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান না দেবে বরং খুশি মনে মেনে নেবে।[৪]

টীকা:

১ এখানে রাসূলের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য হলো যে, আল্লাহ পাকের নির্দেশের যেন তাদের আনুগত্য করা হয়। এজন্য নবী ও রাসূলগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে আল্লাহ পাক নিষ্পাপ বানান কেননা যদি নবীগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজেই গুনাহে জড়িত থাকেন তাহলে অন্যরা তাঁদের কিভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ করবে?

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দরবারে হাযির হওয়া তাওবা কবুল হওয়া আর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম। আর যে এ রকম সুযোগ পাবে না সে যেন মন থেকে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মনোযোগ আর তাঁকে উসিলা বানিয়ে সাহায্য এবং সুপারিশ প্রার্থনা করে।

৩ আল্লাহ পাক বিচারক আর এখানে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও বিচারক বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেলো অনেকগুলো গুণাবলী যা আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয় তা যদি হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জন্য ব্যবহার হয় তা শিরক হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত শিরিকের প্রকৃত অর্থ না পাওয়া যায়।

৪ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র হুকুম মান্য করা ফরয আর না মেনে অস্বীকার করা কুফরী এবং আবশ্যক হলো তাঁর হুকুম যেন মন ও প্রাণ থেকে মেনে নেয়া। আর এ ব্যাপারে যেন মনে কোনো সংকীর্ণতাও না থাকা। এই আয়াতের দিকে যেন ওই সকল মানুষ চিন্তা ভাবনা করুক যারা মুসলমান হওয়ার পরেও কাফেরদের আইনকে ইসলামের আইনের উপরে প্রাধান্য দেয়।

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾

৬৬. আর যদি আমি তাদের উপর ফরয করে দিতাম, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো কিংবা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হয়ে যাও, তবে তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই এমন করতো। আর যদি তারা সেসব কাজ করে নিতো যেসব কাজের ব্যাপারে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় তবে তা তাদের জন্য অতি উত্তম এবং অটল থাকার মাধ্যম হতো।

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّاۤ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾

৬৭. আর এমনটি করলে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক বড় সাওয়াব দান করতাম।

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

৬৮. আর অবশ্যই আমি প্রদর্শন করতাম তাদেরকে সরলপথ।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ؕ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে সে তাদের সাথে থাকবে যাদেরকে আল্লাহ পুরুষ্কৃত করেছেন নবী,সিদ্দীক শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর এরা কতই না চমৎকার সঙ্গী।[১]

টীকা:

১ হযরত সাওবান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সীমাহীন ভালোবাসার কারণে তাঁর বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারতেন না। আখিরাতে দূরে থাকার আশঙ্কাবোধ করলে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র দরবারে আরয করলেন। তাকে শান্তনা দেয়ার জন্য এই আয়াত নাযিল হলো। এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان 'র হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র সাথে যে ভালোবাসা রয়েছে তাও জানা গেলো। আর এটাও জানা গেলো যে আখিরাতে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم'র নৈকট্য চায় সে যেন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালোবাসার আর তার আনুগত্য করার রাস্তা অবলম্বন করে।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

৭০. এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া অনুগ্রহ আর সত্য জানার জন্য আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾

৭১. হে ঈমানদারগণ, সতর্কতা সহকারে কাজ করো। অতঃপর শত্রুদের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে অথবা একসাথে অগ্রসর হও।[১]

وَ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾

৭২. আর তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা অবশ্যই বিলম্ব করবে আর যদি তোমাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তাহলে বিলম্বকারী বলবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না।

وَ لَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৩. আর যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ লাভ করো তখন এমনভাবে বলে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিলো না। (অথচ এবার) অবশ্যই বলবে হায়! আমিও যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে বড়ই সফলতা লাভ করতাম।[২]

টীকা:

১ এই আয়াতে মুবারাকা যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধের কলাকৌশল, যুদ্ধে শত্রুদের কতো ক্ষমতা রয়েছে তা জানার জন্যও খুব আবশ্যক। কোনো সরঞ্জাম ছাড়া যুদ্ধ করা মরার সমতুল্য, তাওয়াক্কুল আসবাব (মাধ্যম) ছেড়ে দেয়ার নাম নয় বরং আসবাব গ্রহণ করে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখার নাম।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, নিজের চিন্তা, সুযোগ অন্বেষণ, স্বার্থপরতা আর সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করা মুনাফিকদের পদ্ধতি। পৃথিবীতে ওই ব্যক্তি কখনো সফল হয় না যে কষ্টের সময় তো কারো পাশে দাঁড়ায় না কিন্তু নিজের স্বার্থের সময় সামনে থাকার চেষ্টা করে। নিজের চিন্তায় বিভোর আর স্বার্থপর মানুষ তো কিছু সময়ের জন্য নিজের কপটতা গোপন করতে পারে কিন্তু এরপর ভাগ্যে অপমান আর লাঞ্ছনাই জোটে।

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

৭৪. সুতরাং যেসব লোক পার্থিব জীবনকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় তাদের উচিত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে অতঃপর তাকে শহীদ করে দেওয়া হবে কিংবা বিজয় অর্জন করবে তাহলে খুব শীঘ্রই আমি তাকে মহা পুরুষ্কার দান করবো।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. আর তোমাদের কী হয়েছে, 'তোমরা অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না[১] অথচ তারা ফরয়াদ করছে হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যাও, এখানকার অধিবাসীরা জালেম! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো সহায়ক[২] নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾

৭৬. ঈমানদারগণ আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। পক্ষান্তরে কাফেররা লড়াই করে শয়তানের রাস্তায়। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে লড়াই করতে থাকো, নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

ع ١٠ ٧

টীকা:

১ এখানে যেসব দুর্বলদের আলোচনা করা হয়েছে এর দ্বারা মক্কা মুকাররামার মুসলমানদেরকে বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেলো মুসলমানদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মজলুম মুসলমান সম্পর্কে বর্ণনা করা আবশ্যক।

২ এর দ্বারা বোঝা গেলো গায়রুল্লাহকে ওলী আর মজলুম বলা যেতে পারে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا
اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا
الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا
رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ
لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۭ قُلْ
مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ
لِّمَنِ اتَّقٰى ۣ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

৭৭. তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যাদেরকে বলা হয়েছিলো, তোমরা নিজেদের হাতকে গুটিয়ে রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলো তখন তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে এমনভাবে ভয় করতে আরম্ভ করলো যেভাবে ভয় করতে হয় আল্লাহ পাককে কিংবা এর চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগলো হে আমাদের রব! কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না।[১] হে হাবীব! তুমি বলে দাও পার্থিব সামগ্রী অল্প। আর পরহেযগারদের জন্য আখিরাত উত্তম।[২] আর তোমাদের উপর এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ
لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۭ وَاِنْ
تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ

৭৮. তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান করো। আর যখন ওই (মুনাফিকদের) কাছে কোনো কল্যাণ এসে পৌঁছে তখন বলে 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে'। আর যদি তাদের

টীকা:

১ এই প্রশ্নটি হিকমত জানার জন্য ছিলো আপত্তি করার জন্য না, এজন্য এই প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে কোনো ধমক দেওয়া হয়নি বরং সন্তুষ্টিমূলক উত্তর দেওয়া হলো। এর দ্বারা বোঝা গেলো আপত্তির জন্য নয় বরং বুঝার জন্য ইসলামী আইনের হিকমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা ঈমানের পরিপন্থী নয়।

২ দুনিয়ার সামগ্রী যতই হোক না কেন তা পরকালীন নিয়ামতের সামনে খুবই অল্প আর মুমিনের জন্য দুনিয়ার চেয়ে আখিরাত বহুগুণ উত্তম। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, দুনিয়ার মোকাবেলায় নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানো এবং তা সজ্জিত করার জন্য যেন অধিক চেষ্টা করা।

اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾	কাছে কোনো অকল্যাণ এসে পৌঁছে তখন বলে (হে মুহাম্মাদ!) 'এটা হয়েছে তোমার কারণে'। হে হাবীব! তুমি বলে দাও, এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। কাজেই ওই সব লোকদের কী হয়েছে , তারা কোনো কথাই বোঝে না।
مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۘ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾	৭৯. হে শ্রোতা! তোমার নিকট যে কল্যাণ পৌঁছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা অকল্যাণ পৌঁছে তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে।[১] আর হে হাবীব! আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি।[২] আর স্বাক্ষীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।
مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ ﴿٨٠﴾	৮০. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর আনুগত্য করেছে। আর যে বিমুখ হয়েছে আমি তোমাকে তার রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করিনি ।
وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ	৮১. আর বলে আমরা আনুগত্য করেছি অতঃপর যখন তোমার নিকট থেকে বেরিয়ে

টীকা:

১ এখানে কল্যাণকে আল্লাহ পাকের দিকে আর অকল্যাণকে বান্দার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অথচ উপরোক্ত আয়াতে সবকিছুকে আল্লাহ পাকের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো বান্দা যখন মুয়াসসিরে হাকিকীর (প্রকৃত কর্তার) প্রতি দৃষ্টি দিবে তখন সবকিছুকে তাঁর পক্ষ থেকে মনে করবে আর যখন আসবাবের (উপায়-উপকরণের) দিকে দৃষ্টি দিবে তখন অকল্যাণকে নিজের কুপ্রবৃত্তির দিকে সম্পৃক্ত করবে।

২ এটা হচ্ছে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সম্মান, মর্যাদা, মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণনা। তাঁকে সমস্ত আরব অনারব আর সমস্ত মাখলুকের জন্য রাসূল বানানো হয়েছে। আর সমস্ত জাহানকে তাঁর উম্মত বানানো হয়েছে।

عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِیْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ یَكْتُبُ مَا یُبَیِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ﴿۸۱﴾

যায় তখন তাদের মধ্যে একদল রাতে তোমার নির্দেশের বিপরীত পরিকল্পনা করে আর আল্লাহ তাদের রাতের পরিকল্পনাগুলো লিখছেন। সুতরাং হে হাবীব! তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখো, আর আল্লাহ যথেষ্ট কার্যসম্পাদনকারী।

اَفَلَا یَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِیْهِ اخْتِلَافًا كَثِیْرًا ﴿۸۲﴾

৮২. তবে কি তারা কুরআনের মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না?[১] আর যদি এই কুরআন আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বহু বর্ণনাগত অসঙ্গতি খুঁজে পেতো।

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰۤى اُولِی الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِیْنَ یَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ

৮৩. আর যখন তাদের নিকট কোনো শান্তি কিংবা আশঙ্কার বার্তা আসে তখন সেটা প্রচার করতে থাকে, অথচ এ বিষয়কে যদি রাসূল ও তাদের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে উপস্থাপন করতো তাহলে অবশ্যই ফলাফল বের করতে সক্ষম ব্যক্তিরা ওই (বিষয়ের বাস্তবতা) জেনে ফেলতো আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের করুণা ও অনুগ্রহ না হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই

টীকা:

১ কুরআন মাজীদে চিন্তা ভাবনা করা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত কিন্তু এই কথা স্পষ্ট যে, কুরআনে সেই চিন্তা ভাবনা করা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য যা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র নির্দেশ আর তাঁর সাহচর্য লাভকারী সাহাবা رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ আর তাবেঈনদের দীক্ষা প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে হবে। এজন্য নব যুগের নতুন নতুন মুহাক্কীকদের থেকে বাঁচা আবশ্যক যারা চৌদ্দ শত বছরের আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির আর সকল উম্মতের বোধশক্তিকে ভুলপ্রমাণিত করে মুখে বা কর্মে এটা বলতে দেখা যায় যে, কুরআন যদি কেউ বুঝে থাকে তাহলে আমি বুঝেছি , অতীতের সমস্ত উম্মত মূর্খই ছিলো। এ সমস্ত লোক অবশ্যই পথভ্রষ্ট ।

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾	পেছনে লেগে যেতো।[১]
فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾	৮৪. সুতরাং হে হাবীব! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, তোমাকে তোমার শক্তির অধিক কষ্ট দেওয়া হবে না। আর মুসলমানদেরকে (যুদ্ধ সম্পর্কে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকো। খুব শীঘ্রই আল্লাহ পাক কাফেরদের শক্তিকে বিনষ্ট করে দেবেন আর আল্লাহর শক্তি সর্বাধিক দৃঢ় আর তার শাস্তি সর্বাধিক কঠোর।
مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾	৮৫. যে ব্যক্তি সৎকাজের সুপারিশ করবে[২] সে তা থেকে অংশ পাবে আর যে মন্দ কাজের সুপারিশ করবে,[৩] সে তা থেকে অংশ পাবে। আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।
وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا	৮৬. আর যখন তোমাদেরকে কোনো শব্দ দ্বারা সালাম দেওয়া হয় তখন তোমরা তার

টীকা:

১ এখানে যদিওবা আয়াতের আগে ও পরে একটি প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু এতে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে তা আমাদের জীবনের হাজারো বিষয়ে সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। সারমর্ম হচ্ছে এটাই, যখন কোনো এমন বিষয় জানা আছে যা ফিতনার কারণ হতে পারে তা প্রচার-প্রসার করার পরিবর্তে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়া উচিত, তারা চিন্তা ভাবনা করে এর বাস্তবতা জেনে নিবে। এভাবে বিষয়টার পরিণতি খারাপও হবে না আর তিলকে তাল করাও হবে না ।

২ ভালো সুপারিশ হলো যার মধ্যে উপকৃত করা হবে অথবা কষ্ট থেকে রক্ষা করা হবে। এতে সাওয়াবও রয়েছে যেমন কেউ চাকরী পাওয়ার সত্যিই উপযুক্ত আর কারো অধিকারও ক্ষুন্ন হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সুপারিশ করা জায়েয অথবা কেউ অত্যাচারিত আর তার ন্যায় বিচারের জন্য তার সাহায্যার্থে পুলিশের কাছে সুপারিশ করা।

৩ মন্দ সুপারিশ হচ্ছে সেটা, যার মধ্যে ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করে বাঁচানো হয়, অথবা কারো অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়, যেমন কোনো যোগ্যহীন ব্যক্তিকে চাকরী নিয়ে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা অথবা সিনেমার লাইসেন্স নিয়ে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা, এগুলো হারাম।

بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ حَسِیْبًا ﴿۸۶﴾

চেয়ে উত্তম শব্দ দ্বারা জবাব দাও কিংবা সেই শব্দটাই বলে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর হিসাব গ্রহণকারী।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَیَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى یَوْمِ الْقِیٰمَةِ لَا رَیْبَ فِیْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِیْثًا ﴿۸۷﴾

৮৭. আল্লাহই, যিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় আর তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর চেয়ে কার কথা অধিক সত্য পারে?[১]

فَمَا لَكُمْ فِی الْمُنٰفِقِیْنَ فِئَتَیْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِیْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ یُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِیْلًا ﴿۸۸﴾

৮৮. অতঃপর তোমাদের কী হয়েছে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেছো? অথচ তাদের দুষ্কৃতির কারণে আল্লাহ তাদের (অন্তর)কে উল্টো করে দিয়েছেন। তোমরা কি চাও, তোমরা তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন তবে তুমি তার জন্য কোনো (হেদায়েতের) পথ খুঁজে পাবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِیَآءَ حَتّٰى یُهَاجِرُوْا فِیْ

৮৯. তারা তো এটাই চায়, তারা যেভাবে কাফের হয়েছে তোমরাও তেমনি কাফের হয়ে যাও যাতে তোমরা সবাই এক সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে।

النصف

ع ١١ ٨

টীকা:

১ মুসলমানদের আকিদা হচ্ছে যে, আল্লাহ পাকের কোনো কথায় মিথ্যার সম্ভাবনা থাকা তাঁর সত্ত্বা হিসেবে অসম্ভব। আল্লাহ পাকের সকল গুণাবলী একেবারে নিখুঁত আর যেখানে কোনো গুণাবলী নিখুঁত তা অস্বীকার করা অসম্ভব, এভাবে কোনো দোষ ত্রুটির প্রমাণও আল্লাহ পাকের জন্য অসম্ভব। আল্লাহ পাকের এটাই আদেশ (وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِیْثًا) আর আল্লাহর চেয়ে কার কথা অধিক সত্য হতে পারে। এই আকিদার জন্য এই দলিলটাই যথেষ্ট।

سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا
تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٨٩﴾

অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং না সাহায্যকারী রূপে।

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ
صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ
يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ
لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ
اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا
اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩٠﴾

৯০. কিন্তু (তাঁদেরকে হত্যা করো না) যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যাদের সাথে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে শান্তির চুক্তি হয়েছে , অথবা তোমাদের কাছে এমনভাবে আসে যেন তাদের অন্তর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বিষন্ন হয়ে গেছে, অথবা তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বিষন্ন হয়েছে,[১] আর যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন তবে অবশ্যই তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে (সন্ধির ক্ষেত্রে) আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সাথে (যুদ্ধ) করার কোনো পথ দেননি।[২]

টীকা:

১ এখানে ওই সব লোকদের ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে যারা পূর্বের আয়াতে যে হত্যার হুকুম দেওয়া হয়েছে তার বহিভূর্ত, আর তারা হচ্ছে (১) ওই সব লোক যাদের এমন সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে যার সাথে শান্তির চুক্তি হয়ে গেছে। (২) ওই সব লোক যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না (৩) ওই সব লোক যারা তোমাদের সাথে সম্মলিতভাবে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এসব লোকদের হত্যা করার অনুমতি নেই।

২ এখানে বলা হয়েছে যে, যদি কাফেররা তোমাদের থেকে দূরে থাকে আর যুদ্ধ না করে বরং মীমাংসার বার্তা পাঠায় তখন তোমাদের জন্য জায়েয নয় যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। মুফাসসিরগণ বলেন যে, এই আয়াত রহিত হয়ে গেছে। আর এখন ইসলামী শাসককে সন্ধি করা, না করার ব্যাপারে অবকাশ রয়েছে।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا
رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ
فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ
السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ
وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَ
اُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا
مُّبِيْنًا ﴿٩١﴾

৯১. খুব শীঘ্রই তোমরা আরও এমন কিছু লোক পাবে যারা চায়, তোমাদের থেকে নিরাপদে থাকতে এবং নিজেদের সম্প্রদায় থেকেও নিরাপদে থাকতে।[১] (কিন্তু) যখনই তাঁদেরকে ফিতনার দিকে মনোনিবেশ করানো হবে[২] তখনই তাতে ঝাপিয়ে পড়বে। সুতরাং তারা যদি তোমাদের সাথে মোকাবিলা করা থেকে বিরত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না করে এবং নিজেদের হাতকে (তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা) থেকে গুটিয়ে না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো। আরা এরাই হচ্ছে তারা যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا
اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ

৯২. আর কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় অন্য কোনো মুসলমানকে হত্য করা ভুলক্রমে হওয়াটা ভিন্ন ব্যাপার।[৩] যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভূলক্রমে হত্যা করে, তার জন্য একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং রক্তপণ দেওয়া আবশ্যক যা নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে দেওয়া হবে।[৪] কিন্তু যদি তারা

টীকা:

১ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, মুসলমান আর কাফের উভয়কে খুশি রাখা আর উভয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা মুনাফিকদের পদ্ধতি।

২ এখানে ফিতনা বলতে কুফর আর শিরককে বুঝানো হয়েছে অথবা এর দ্বারা নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা, অথবা তাদেরকে কষ্ট দেয়াকে বুঝানো হয়েছে।

৩ এই আয়াতে কাউকে ভুলক্রমে হত্যার করার দিকগুলো আর এর আহকামসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

৪ দিয়্যাতের শাব্দিক অর্থ হলো ওই সম্পদ যা হত্যাকৃত ব্যক্তির প্রাণের বিনিময় স্বরূপ হত্যাকৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে দেওয়া হয়। আর পারিভাষিক অর্থ হলো কোনো মুসলমান অথবা কোনো যিম্মি কাফেরকে হত্যা করার দরুন অথবা তার কোনো অঙ্গ ভেঙ্গে ফেলার কারণে যে সম্পদ দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, একে দিয়্যাত বলে। দিয়্যাতের সম্পদ হত্যাকৃত ব্যাক্তির উত্তরসূরীরা মীরাসের সম্পত্তির ন্যায় পরস্পর বন্টন করে নিবে।

كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۙ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

ক্ষমা করে দেয়।[১] অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় আর নিহত ব্যক্তি যদি নিজেই মুসলমান হয় তখন কেবলমাত্র একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করা আবশ্যক[২]। তবে যদি সেই নিহত ব্যক্তি ওই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমাদের এবং তাদের চুক্তি হয়েছে, তাহলে তার পরিবারবর্গকে রক্তপণ সমর্পণ করা হবে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি (গোলাম) না পায় তার জন্য পরপর দু'মাস রোযা রাখা আবশ্যক। এটা হচ্ছে আল্লাহর নিকট তার তাওবা করার পদ্ধতি। আর আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ
جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

৯৩. আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে জেনে-বুঝে হত্যা করে[৩] তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, দীর্ঘ দিন তাতে থাকবে আর আল্লাহ তার উপর গযব করেছেন এবং তার উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ

৯৪. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে সফর করো তখন খুব যাচাই

টীকা:

১ হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরসূরীরা দিয়্যাত ক্ষমা করে দিতে পারবে কেননা তা তাদের হক কিন্তু কাফফারা ক্ষমা করতে পারবে না কেননা এটা আল্লাহ পাকের হক।

২ যে মুসলমানের আত্মীয় হারবী কাফের আর তাকে যদি ভুলক্রমে হত্যা করে দেয়া হয় তাহলে কাফফারা ওয়াজিব কেননা দিয়্যাত হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে মীরাস হিসেবে পাওয়া যায় আর কাফের আত্মীয়দেরকে মীরাস দেয়া হয় না।

৩ এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মানব প্রাণের ইসলামের মধ্যে অনেক গুরুত্ব রয়েছে। আর কোনো মুসলমানকে হত্যা করা কতো বড় অপরাধ যে, জাহান্নাম, আল্লাহর গযব, অভিশাপ এবং মহাশাস্তির বার্তা শুনানো হয়েছে।

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ করো, বস্তুত আল্লাহর কাছে অনেক গনীমতের সম্পদ রয়েছে।[১] ইতিপূর্বে তোমরাও তো এমনই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব খুব যাচাই করে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে জানেন।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾

৯৫. অক্ষম ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত[২] যেসব মুসলমান ঘরে বসে ছিলো তারা এবং যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছে তারা এক সমান নয়। জান ও মাল দ্বারা যুদ্ধকারীদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের তুলনায় আল্লাহ পাক পদমর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ যুদ্ধকারীদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের তুলনায় বড়ই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

টীকা:

১ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, জিহাদ দ্বারা মুসলমানদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করা নয় বরং আল্লাহ পাকের দ্বীনের খিদমত আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো, যেসব লোক অসুস্থতা অথবা বার্ধক্য অথবা দুর্বলতা অথবা দৃষ্টিহীনতা অথবা হাত ও পায়ের দিক থেকে অকেজো হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোনো ওযরবশত জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে তাদেরকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করা হবে না যদি ভালো নিয়ত রাখে।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾ ع

৯৬.তাঁর পক্ষ থেকে রয়েছে অনেক পদমর্যাদা, ক্ষমা ও অনুগ্রহ। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. নিঃসন্দেহে যারা নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করেছিলো ফেরেশতারা এমন লোকদের প্রাণ হরণের সময় বলে 'তোমরা কোন কাজে নিমজ্জিত ছিলে?'তারা বলে আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম। তখন (ফেরেশতারা) বলে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিলো না যাতে তোমরা হিজরত করতে[১]? সুতরাং তারা ওই সব লোক যাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম । সুতরাং তা কতই না মন্দ জায়গা ফিরে যাবার।

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾

৯৮. তবে যেসব অসহায় নর-নারী ও শিশু কোন উপায় বের করার সামর্থ্য রাখে না এবং পথ খুঁজে পায় না।

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. তাহলে খুব শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো, যে ব্যক্তি কোনো শহরে যদি নিজের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারে আর আর তার মনে হচ্ছে যে, অন্য জায়গায় গেলে সে তার দ্বীনের ফরযসমূহ আদায় করতে পারবে তাহলে তার উপর হিজরত করা আবশ্যক। এই হুকুমকে সামনে রেখে কাফেরদের মাঝে অনেক মুসলমানকে নিজেদের অবস্থার প্রতি চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

১০০. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে তাহলে সে পৃথিবীতে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশে হিজরত করবে তারপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে তবে তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে[১] অবধারিত[২] হয়ে যায়। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

১০১. এবং যখন তোমরা জমিনে সফর করো তখন কোনো কোনো নামায কসর করার ক্ষেত্রে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই,[৩] যদি তোমাদের এই আশংকা হয় যে, কাফেররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। নিঃসন্দেহে কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

১০২. এবং হে হাবীব! যখন তুমি তাদের (মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীর) মধ্যে থাকো,

ع ١٤ ١١

টীকা:

১ হিজরতরত মৃত্যুবরণকারীদের প্রতিদান আল্লাহ পাকের ওয়াদা আর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তাঁর কৃপার দায়িত্বে অবধারিত রয়েছে। এমন নয় যে, তাঁর উপর বিনিময়স্বরূপ ওয়াজীব। কেননা এভাবে কোনো জিনিসই আল্লাহর উপর আবশ্যক নয়।

২ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, যে নেকীর ইচ্ছা পোষণ করে আর তা যদি করতে অক্ষম হয়ে যায় তাহলে সে ওই নেকীর সাওয়াব পাবে।

৩ এই আয়াতে কসর নামাযের মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ সফররত অবস্থায় যোহর, আসর এবং ইশারের ফরয নামায চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত করে পড়বে। কসর নামযের ব্যাপারে আরও অধিক জানার জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৭ আর বাহরে শরীয়তের ৪র্থ অংশ থেকে মুসাফিরের নামায অধ্যায়টি পড়ুন।

فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ
وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۫ فَاِذَا سَجَدُوْا
فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ
طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا
مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ
اَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ
تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَ
اَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً
وَّاحِدَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ
بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى
اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا
حِذْرَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾

অতঃপর (যুদ্ধাবস্থায়) নামাযে তাদের ইমামতি করো, তখন যেন তাদের মধ্যে থেকে একটা দল তোমার সঙ্গে থাকে এবং তারা নিজেদের হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাকে। অতঃপর যখন তারা সিজদা করে নেয় তখন তারা সরে গিয়ে তোমাদের পেছনে এসে যাবে। আর এরপর অন্য দল আসবে, যারা তখন নামাযে শরীক ছিলো না, তখন তারা তোমার সাথে নামায আদায় করবে[১] এবং (তারাও) নিজেদের হিজরতের সামগ্রী এবং হাতিয়ার নিয়ে অবস্থান করবে[২] কারণ কাফেররা কামনা করে যে, যদি তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং আসবাবপত্র থেকে অসর্তক হয়ে যাও তাহলে তারা একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তোমাদের উপর আক্রমন করবে আর বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা অসুস্থ থাকো তবে স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখার মধ্যে ক্ষতি নেই এবং নিজেদের আত্মরক্ষিকা নিয়ে অবস্থান করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন।

টীকা:

১ এই আয়াতে সালাতুল খাওফের জামাতের সাথে আদায় করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, জামায়াত সহকারে নামায আদায় করা এতো গুরুত্বপূর্ণ যে কঠোর যুদ্ধের সময়ও জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের জন্য আফসোস যারা বিনা কারণে জামায়াত ছেড়ে দেয় অথচ এতে ২৭ গুণ অধিক সাওয়াব রয়েছে।

২ আর যদি অধিক আশঙ্কা না থাকে তাহলে সালাতুল খাওফ হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা মুস্তাহাব আর এভাবে হাতিয়ার নিয়ে নামায আদায় করলে নামাযে কোনো ক্ষতি হবে না।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করে নাও তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো।[১] অতঃপর যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন যথারীতি নামায আদায় করো। নিঃসন্দেহে নামায মুসলমানদের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরয।

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আর কাফেরদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে অলসতা করো না। যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাকো তবে তারাও কষ্ট পেয়েছে যেমনটা তোমরা পেয়েছো। আর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এমন কিছু আশা করো যা তারা করে না, আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۭ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَاۗىِٕنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. হে হাবীব! নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি। যাতে তুমি ওই (সততার) সাথে লোকদের মধ্যে ফয়সালা করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খেয়ানত কারীদের

রুকূ ১৫

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, জিহাদের মতো কঠোর অবস্থাতেও আল্লাহর যিকির হতে উদাসীন না হওয়া চায় এবং এটাও জানা গেলো যে, নামাযের পরে যে তাওহীদের কালেমা পড়া হয় তাও জায়েয।

পক্ষ থেকে ঝগড়া করো না।[১]	
১০৬. এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমার আবেদন করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।	وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ﴿۱۰۶﴾
১০৭. এবং তাদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করো না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে খেয়ানতের মধ্যে নিক্ষেপ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে পছন্দ করেন না যে অধিক খেয়ানতকারী, বড়ইপাপী।[২]	وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۚ﴿۱۰۷﴾
১০৮. তারা মানুষের কাছে লজ্জা পায় কিন্তু আল্লাহর কাছে লজ্জা পায় না। অথচ তখনও আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন যখন তারা এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ্ তাদের কর্মকান্ডকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।[৩]	يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿۱۰۸﴾

টীকা:

১ এই আয়াতে প্রকাশ্যভাবে হুযুর ﷺকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত শাসকদেরকে শোনানোটাই উদ্দেশ্য। কেননা তারা যেন বিচারকার্যে অলসতা না করে আর প্রকৃত অপরাধীকে যেন দ্বিধাহীন শাস্তি প্রদান করে। এই আয়াত দ্বারা হট্টকারিতাও রহিত হয়ে যায় যে, ইসলামে এই কথার কোনো ছাড় নেই যে, মানুষ প্রতিটা ক্ষেত্রে নিজের জাতি,বংশ সমর্থন করবে এমতাবস্থায় যে, তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে বরং হকের আনুগত্য করা আবশ্যক। এতে রং, বংশ, জাতি, দেশ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি প্রত্যেক প্রকারের হট্টকারিতার রদ করা হয়েছে।

২ এই আয়াতে খিয়ানতকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর দ্বারা পেশাদার উকিলদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে, প্রায় এমন হয়ে থাকে যে, উকিল নিজের মুয়াক্কিলের অপরাধী ও খিয়ানতকারী জানা সত্ত্বেও অর্থ উপার্জনের জন্য জালেমকে মজলুম আর মজলুমকে জালেম বানিয়ে দেয়। আর জালেমের পক্ষপাতিত্ব করে আর তার পক্ষ থেকে দলিল পেশ করে, মিথ্যা বলে অন্যের হক বিনষ্ট করে আর না জানি কত ধরনের গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৩ এই আয়াতে মুবারাকা হলো পরহেযগারিতা ও পবিত্রতার ভিত্তি। যদি মানুষ এটা ধারণা রাখে যে, আমার কোনো অবস্থা আল্লাহ পাকের কাছে লুকায়িত নয় তাহলে গুনাহ করার সাহস করবে না।

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۣ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে লোকেরা) শোনো! এরা তোমরাই! যারা পার্থিব জীবনে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করেছো কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তাদের পক্ষ থেকে কে বিতর্ক করবে? কিংবা কে তাদের উকিল হবে?[১]

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾

১১০. এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে কিংবা নিজের আত্মার উপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে।

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

১১১. এবং যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করে বস্তুত তার অর্জনের প্রতিক্রিয়া তারই আত্মার উপর বর্তায়।[২] আর আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْۗـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۗـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا

১১২. এবং যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ কিংবা পাপ অর্জন করে,[৩] অতঃপর তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়। তাহলে নিঃসন্দেহে সে অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহ

টীকা:

১ ধোঁকা দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে ঝগড়া করা অসম্ভব কারণ আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই গোপন নয় এবং এই আয়াতে শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়নি কেননা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের শাফায়াত আর ছোট বাচ্চাদের নিজ পিতামাতার ক্ষমার জন্য আল্লাহ পাকের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ঝগড়া করা আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

২ যারা গুনাহ করবে তারাই এই গুনাহের বোঝা বহন করবে অথচ যে গুনাহে জারীয়া করার সহযোগী হবে সেও এর অংশ পাবে।

৩ এখানে خطا শব্দ দ্বারা গুনাহে সগীরা আর গুনাহ দ্বারা গুনাহে কবীরাকে বোঝানো হয়েছে।

وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

বহন করেছে।[১]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১১৩. এবং হে হাবীব! যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমার উপর না থাকতো তবে তাদের মধ্যকার একটি দল তোমাকে (সঠিক ফয়সালা থেকে) বিচ্যুত করার ইচ্ছা পোষণ করেই নিয়েছিলো[২] কিন্তু তারা নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করছিলো। আর তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌ তোমার উপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন আর তোমাকে সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছেন যা তুমি জানতে না এবং তোমার উপর আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ

১১৪. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, কিন্তু ওই সব লোকদের পরামর্শে যারা দান-খায়রাত কিংবা ভালো কথা অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ করে এবং যে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে, তাকে অবিলম্বে আমি বিরাট পুরুষ্কার দান করবো।[৩]

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, নিরাপরাধীকে অপবাদ দেওয়া কঠোর অপরাধ সেই নিরাপরাধী ব্যক্তি মুসলমান হোক বা কাফের এবং এর দ্বারা ইসলামের উচ্চ মাপের আখলাক সম্পর্কে জানা গেলো যে, ইসলামে মানবাধিকারকে কত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি কাফেরদেরও অধিকার সম্পর্কে ইসলামে বর্ণনা করা হয়েছে।

২ এখানে প্রতারিত করা বলতে ধোঁকা দিয়ে ভুল ফয়সালা করিয়ে নেয়াকে বোঝায়।

৩ ভালো পরামর্শের মধ্যে সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যায় কিন্তু তখনই যখন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য করা হবে। আর যদি লোক দেখানোর জন্য হয় তাহলে নিজের প্রশংসা করানোর জন্য আর নিজেকে বড় লিডার অথবা মুসলেহ মানানোর জন্য, মানুষের মাঝে সম্মান, মর্যাদা এবং সম্পদ অর্জন করার জন্য, সুনাম অর্জনের জন্য, বড় আলেম বা মুবাল্লিগ বা মুতাহাররিক(কাজে খুবই সচল) হিসেবে আখ্যা পাওয়ার জন্য পরামর্শ করলে তা একেবারে ধ্বংস আর ক্ষতির কারণ।

نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾ ع

১১৫. এবং যে ব্যক্তি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সেই পথে ফিরিয়ে দেবো যেই পথে সে ফিরে যেতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর তা প্রত্যাবর্তন করার কতই না মন্দ স্থান![১]

ع ١٤

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

১১৬. আল্লাহ্ কেবলমাত্র শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না[২] এছাড়া যাবতীয় গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন[৩]; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে সে পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾

১১৭. এই শিরককারীরা আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল কিছু স্ত্রী লোকের এবং অবাধ্য শয়তানের ইবাদত করে।

টীকা:

১ এই আয়াতে দুটি জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়েছে যা বাস্তবে এক (১) রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিরোধিতা করা থেকে (২) মুসলমানদের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে চললে কেননা মুসলমানদের রাস্তা হচ্ছে রাসূলের আনুগত্য করার রাস্তা। এ থেকে বিচ্যুত হওয়া মানে রাসূলের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া।

২ এই আয়াত এই কথার অকাট্য দলিল যে, শিরককে কখনও ক্ষমা করা হবে না এটা তখন যখন মুশরিক নিজের শিরকের উপর মারা যাবে। আর এর হুকুম হলো কুফরী। হ্যাঁ কাফের মুশরিক জীবনে তাওবা করলে তাদের তাওবা অবশ্যই কবুল করা হবে।

৩ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, কুফর ও শিরিক ব্যতীত অন্য গুনাহের ক্ষমা নিশ্চিত বরং আশা রয়েছে কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন যে, আল্লাহ যাকে চান ক্ষমা করেন আর এখন, আল্লাহ কাকে ক্ষমা করবেন তা জানা নেই। সুতরাং এই আয়াত গুনাহের প্রতি সাহস যোগায় না বরং গুনাহ থেকে নিষেধ করে।

وقف لازم

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾

১১৮. আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, ‘ আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করবোই।

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

১১৯. আর আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তাদেরকে আশ্বাস দেবো। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেবো ফলে তারা অবশ্যই পশুদের কর্ণচ্ছেদ করবে এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেবো অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুগুলোকে বিকৃত করবে এবং যে আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾

১২০. শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশ্বাস দেয় এবং শয়তান তাদেরকে কেবল ধোঁকার প্রতিশ্রুতি দেয়।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾

১২১. তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ। তারা তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার স্থান পাবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

১২২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, অবিলম্বে আমি তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, চিরকাল

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾

তারা সেগুলোর মধ্যে থাকবে।[১] আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কার কথা অধিক সত্য হতে পারে ?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾

১২৩. না তোমাদের মিথ্যা আশার কোনো ভিত্তি আছে আর না আহলে কিতাবদের মিথ্যা আশার[২] কোনো ভিত্তি আছে। যেমন্দ কাজ করবে তাকে তারপ্রতিদান দেয়া হবে এবং আল্লাহ ব্যতীত নিজের জন্য না কোনো অভিভাবক পাবে না কোনো সাহায্যকারী।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾

১২৪. আর যে সৎকাজ করে পুরুষ হোক কিংবা নারী তবে যদি সে মুসলমান হয় তাহলে এ ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর তিল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।[৩]

টীকা:

১ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, ঈমানের স্থান আমলের পূর্বে। কেননা ঈমান ব্যতীত কোনো আমল মকবুল নয় আর এটাও জানা গেলো যে, ঈমানের সাথে নেক আমলেরও প্রয়োজন রয়েছে। আর যে বলবে মুসলমানের নেক আমলের প্রয়োজন নেই সে এই আয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলছে।

২ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, শুধু বংশ আর সম্পর্কের উপর গর্ব করা, আমলের চেষ্টা না করা তারপর নিজেকে জান্নাতি মনে করা হচ্ছে মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা আর অযথা চিন্তা ভাবনা। এর দ্বারা ওই সব লোকদেরকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা বুযুর্গদের সাথে ভালোবাসার দাবী রেখে নিজেদেরকে নামায রোযা থেকে নির্ভীক মনে করে।

৩ আমলের প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়েই বরাবর। যতো সাওয়াব পুরুষকে নামায রোযা হজ, যাকাত ইত্যাদিতে পাওয়া যায় ততো সাওয়াব নারীদেরকেও তাদের আমলের বিনিময়ে পাওয়া যায়। যদিও কিছু আমলের ক্ষেত্রে নারীদেরকে শরীয়তের পক্ষ থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ
وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ
اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ
اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

১২৫. আর তার চেয়ে উত্তম কার দ্বীন হতে পারে যে নিজের চেহারাকে আল্লাহর সামনে অবনত করেছে, সৎকর্ম করেছে এবং ইবরাহীমের দ্বীনকে অনুসরণ করেছে যা প্রত্যেক প্রকার বাতিল থেকে পৃথক ছিলো? আর আল্লাহ্ ইবরাহীমকে নিজের ঘনিষ্ট বন্ধু বানিয়েছিলেন।[১]

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾ ع ١٥

১২৬. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ
يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ
لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ
تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَ

১২৭. এবং তোমার নিকট নারীদের সম্পর্কে 'ফতওয়া' জিজ্ঞাসা করছে।[২] তুমি বলে দাও আল্লাহ্ এবং তোমাদের সামনে যে কিতাব তিলাওয়াত করা হয় তা তোমাদেরকে ওই (মহিলাদের) ব্যাপারে ফতওয়া দিচ্ছে (যে, তাদের হক আদায় করো) এবং (আল্লাহ ও কিতাব তোমাদেরকে ফতওয়া দিচ্ছে), ওই এতিম কন্যাদের সম্পর্কে, যাদেরকে তোমরা তাদের নির্ধারিত (পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে) অংশ দিচ্ছো না এবং তাদেরকে

টীকা:

১ খুল্লাতের অর্থ হলো অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। এটা ওই গভীর বন্ধুত্বকে বলে যার মধ্যে বন্ধু অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর একটি অর্থ হলো খলীল, তা এমন বন্ধুকে বলে যার বন্ধুত্ব কামিল যার মধ্যে কোনো ধরণের বাঁধা আর ক্ষতি থাকবে না। এই অর্থ ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام'র মধ্যে পাওয়া যায়।

২ কুরআনে পাকে নারী, এতিম বিধবা এবং সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য অনেক বেশি সুপথ দেখানো হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, এতিম বিধবা নারী পুরুষ দুর্বল আর বঞ্চিত লোকদেরকে তাদের অধিকার দেয়া আল্লাহ পাকের সুন্নাত আর এর জন্য চেষ্টা করাকে আল্লাহ পাক খুব পছন্দ করেন।

الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾

বিবাহ করতে অনীহা প্রকাশ করছো (নির্দেশ দিচ্ছে তোমরা এমনটি করো না) আর দুর্বল শিশুদের সম্বন্ধে (ফতওয়া দিচ্ছে যে, তোমরা তাদের হকসমূহ আদায় করো) এবং এতিমদের হকের ব্যাপারে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং তোমরা যে নেকী করো আল্লাহ্ তা জানেন।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٨﴾

১২৮. আর যদি কোনো নারী নিজের স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা অনিচ্ছার আশঙ্কা করে তবে তাদের জন্য এতে গুনাহ্ নেই যে, পরস্পর মীমাংসা করে নেবে আর মীমাংসা উত্তম।[১] এবং মনকে লালসার নিকটবর্তী করে দেওয়া হয়েছে।[২] আর যদি তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করো তবে আল্লাহর তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে জানেন।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ

১২৯. এবং তোমরা কখনো পারবে না স্ত্রীদেরকে সমানভাবে রাখতে। যদিও

টীকা:

১ কুরআন মাজীদ পারিবারিক জীবন আর সামাজিক জীবনের অপরাধমূলক কাজের সংশোধনের জন্য অনেক জোর দিয়েছে এজন্য যে, গুনাহ সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর যে বিষয়গুলো বংশীয় পরম্পরার মধ্যে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ও বিশৃঙ্খলাকে জন্ম দেয় সে সম্পর্কে কুরআনে বারবার সংশোধন করা হয়েছে যেমন এখানে স্ত্রী যদি স্বামীর কাছ থেকে জুলুম আর উপেক্ষার আশঙ্কা করলে পরস্পর আপোষের মাধ্যমে সংশোধন করার হুকুম দেয়া হয়েছে আর এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, পরস্পর সংশোধন করে নেয়া জুলুম করা ও পৃথক হয়ে যাওয়া থেকে উত্তম কেননা তালাক যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জায়েয কিন্তু আল্লাহর নিকট তা খুবই অপছন্দনীয়।

২ স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রেও আর এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিষয়টা হচ্ছে মন লালসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে প্রত্যেকে নিজের শান্তি আর বিলাসিতা চাই আর নিজে কষ্ট স্বীকার করে অন্যকে প্রশান্তি দিতে চায় না। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের প্রশান্তিকে অগ্রাধিকার দেয় আর নিজে কষ্ট স্বীকার করে অন্যকে প্রশান্তি দান করে সে বড়ই সাহসী।

النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٢٩﴾

তোমরা (এর) যতই আকাঙ্ক্ষা করো না কেন, সুতরাং এমন যেন না হয় যে,(এক স্ত্রীর দিকে) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়বে, আর অপর স্ত্রীকে ঝুলানো অবস্থায় রেখে দিবে এবং যদি তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾

১৩০. আর যদি তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ নিজ প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অপরের দিক থেকে অভাবমুক্ত করে দেবেন । আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।[১]

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾

১৩১. আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর নিশ্চয়ই আমি তাকীদ দিয়েছি তাদেরকে, যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদেরকেও, যেন আল্লাহকে ভয় করতে থাকো আর যদি অস্বীকার করো, তবে নিঃসন্দেহে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত, যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, না নারী একেবারে পুরুষের মুখাপেক্ষী আর না পুরুষ একেবারে নারীর মুখাপেক্ষী সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। একে অপরকে বাদ দিয়ে কাজ হতে পারে। সাধারণত তালাকের পরে নারী আর তার পরিবারের লোক খুব ব্যথিত থাকে এমতাবস্থায় যদি এই আয়াতে মুবারাকা যদি বারবার পাঠ করা হয় তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه মনে প্রশান্তি আসবে আর আল্লাহ পাক উত্তম সমাধান বের করে দিবেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর কার্যসম্পাদনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾

১৩৩. হে মানবজাতি! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং অন্যান্যদেরকে তোমাদের স্থলে নিয়ে আসবেন আর এ ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾ ع

১৩৪. যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চায়, তবে আল্লাহ্‌র কাছেই দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের পুরস্কার রয়েছে।[১] এবং আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

ع ٩ ٨ ١٢

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى

১৩৫. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য স্বাক্ষ্য দেওয়ার সময় ন্যায় বিচারের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা মাতাপিতার কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য) দাও। যার ব্যাপারে স্বাক্ষী দিচ্ছো সে ধনী হোক কিংবা গরিব বস্তুত আল্লাহ্ তাদের অধিক নিকটে রয়েছেন। সুতরাং (প্রবৃত্তির) অনুগামী হয়ো

টীকা:

১ এর অর্থ হলো যে নিজের আমল দ্বারা দুনিয়া চায় সে দুনিয়া পেতে পারে না কিন্তু আখিরাতের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাওয়াব পাওয়ার জন্য আমল করলো তাহলে আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রে সাওয়াব দান করবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কাছে শুধু দুনিয়ার আকাঙ্খী সে বোকা, নিষ্কর্মা আর ভীরু। যখন আল্লাহ পাকের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের সবকিছুই আছে তাহলে তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাও।

بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ
تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

না যাতে ন্যায় বিচার করতে না পারো এবং যদি তোমরা হেরফের করো অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে জানেন।[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ
قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَ
كُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

১৩৬. হে ঈমানদারগণ[২]! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন[৩] আর সেই কিতাবের প্রতি যা এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাকুল তাঁর কিতাবসমূহ,তাঁর রাসূলগণ এবং ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে, সে অবশ্যই দূরের পথভ্রষ্টতার মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

টীকা:

১ এই আয়াত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা বিষয়ক। এতে ন্যায়বিচারের শর্তসমূহ পূরণ করার বিষয়ে বাঁধা প্রদানকারী যেমন নিকটাত্মীয় ও আত্মীয় স্বজনদের পক্ষপাতিত্ব করা, যাদের সাথে সম্পর্ক আছে তাদেরকে ছাড় দেয়া কারও ধনী হওয়ার জন্য তার পক্ষপাতিত্ব করা অথবা কারও দারিদ্রতার প্রতি দরদী হয়ে অন্য পক্ষের প্রতি জুলুম করা ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, বিচারকালীন আর সাক্ষ্য দেয়ার সময় যা সঠিক হুকুম রয়েছে তদানুযায়ী আমল করো। আর কোনো রকম সম্পর্কের পক্ষপাতিত্ব না করা এমনকি যদি তোমাদের বিচারকার্য তোমাদের আপন ভাই, পিতামাতার বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়ো না।

২ যদি এই কথাটি প্রকৃত মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে ঈমানের উপর অটল থাকো আর যদি এই উক্তিটি ইহুদি আর খ্রিস্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে হে কিতাবের কিছু অংশে আর কিছুসংখ্যক রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী তোমরা পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনয়ন করো। আর যদি এই উক্তি মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে ঈমানের প্রকাশ্য দাবীদাররা ইখলাসের সাথে ঈমান আনয়ন করো।

৩ এখানে রাসূল দ্বারা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর কিতাব দ্বারা কুরআনে পাককে বোঝানো হয়েছে। স্মরণ রাখবেন যে, বর্তমান যুগে আহলে ঈমান এই শব্দটি প্রকৃত অর্থ হিসেবে শুধু মুসলমানদের জন্য বলা যেতে পারে অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্য করে বলা যাবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৭. নিশ্চয়ই ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে, তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে,আবার কুফরী করেছে, অতঃপর কুফরীর মধ্যে আরো অগ্রসর হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে না কখনো ক্ষমা করবেন[১], না তাদেরকে সৎপথ দেখাবেন।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ﴿١٣٨﴾

১৩৮. মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ﴿١٣٩﴾

১৩৯. ওই সব লোক যারা মুসলমানদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেয়, তারা কি তাদের কাছে সম্মান তালাশ করে? অথচ সব সম্মান ও মর্যাদার মালিক আল্লাহ।[২]

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ

১৪০. আর নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের মধ্যে পূর্বেই হুকুম দিয়েছেন, যেখানে

টীকা:

১ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন যে, এই আয়াত ইহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام প্রতি ঈমান এনেছিলো। অতঃপর গোবৎসের পূজা করে কাফের হয়ে গেলো এরপর আবার ঈমান আনলো অত:পর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আর ইঞ্জিলের অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেলো অতঃপর মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও কুরআন অস্বীকার করে কুফরের দিকে আরও অগ্রসর হলো। এরা কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো আর কুফরাবস্থায় মারা গেলো কাজেই আল্লাহ পাক কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

২ মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় কেননা তাদের ধারণা ছিলো যে, ইসলাম বিজয় লাভ করতে পারবে না এজন্য তারা কাফেরদেরকে শক্তি সামর্থ্যবান মনে করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতো আর তাদের সাথে সাক্ষাৎ করাকে সম্মানের বিষয় মনে করতো তাদের কর্মকান্ডকে সামনে রেখে আজ দুনিয়ার অবস্থা দেখলে জানা যাবে যে, এই রোগ বর্তমানে অধিকহারে পাওয়া যাচ্ছে। আপনকে ছেড়ে পরের সাথে বন্ধুত্ব করা, মুসলমানদেরকে ছেড়ে কাফেরদের সাথে প্রেম ভালোবাসা, পারস্পরিক ঐক্যের মাধ্যমে সম্মান অর্জনের পরিবর্তে কাফেরদের কদমে বসে সম্মান হাসিল করার চেষ্টা করা মুসলমান জাতির মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করেছে।

اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ
يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى
يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۚ اِنَّكُمْ
اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ
وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۙ﴿۱۴۰﴾

যেখানে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী কথা বলতে এবং এর প্রতি প্রতি বিদ্রূপ করতে শুনবে সেখানে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য প্রসঙ্গে ফিরে আসে। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে।[১] নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় একত্রিত করবেন।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ
لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ
مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ
قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ
لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿۱۴۱﴾ ع ٢٠ ١٧

১৪১. ওই সব লোক, যারা তোমাদের উপর যুগ চক্রের তথা অকল্যাণের অপেক্ষা করতে থাকে তবে যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় লাভ হয়, তাহলে তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?' আর যদি কাফেরদের জন্য (বিজয়ের) অংশ থাকে তাহলে (তাদেরকে) বলে, 'তোমাদের উপর কি আমাদের ক্ষমতা ছিলো না? এবং আমরা কি তোমাদেরকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মাঝে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করে দেবেন এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে (বিজয়ের) কোনো পথ দেবেন না।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ

১৪২. নিশ্চয়ই মুনাফিক লোকেরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায়;

টীকা:

১ এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী আর সেগুলোর বিদ্রূপকারী যখন এ ধরণের খারাপ কাজে লিপ্ত হবে তখন তাদের কাছে বসবে না। এর দ্বারা ওই সমস্ত লোক শিক্ষা গ্রহণ করুক যারা ফিল্ম, নাটক, গান, থিয়েটার আর বন্ধুদের গল্প এবং বদ আকিদা সম্পন্ন লোকদের সহচর্যে দ্বীনের ব্যাপারে হাসিঠাট্টা করে তারপরও সেখানে বসে থাকে বরং مَعَاذَاللّٰه তাদের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করতে থাকে।

خٰدِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾

বস্তুত তিনিই তাদেরকে অন্যমনস্ক করে মারবেন আর যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন খুব অলসতার সাথে মানুষের সামনে লৌকিকতা করতে করতে দাঁড়ায়[১], এবং আল্লাহ্‌কে খুব অল্পই স্মরণ করে।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৩. মাঝখানে দোদুল্যমান রয়েছে না এদিকের, না ওদিকের ; এবং যাকে আল্লাহ্‌ পথভ্রষ্ট করেন, তবে তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

১৪৪. হে ঈমানদারগণ! মুসলমানদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এটা চাও যে, নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ স্থির করে নেবে?

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ ۙ

১৪৫.নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে[২] এবং তুমি কখনো তাদের কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

টীকা:

১ এর দ্বারা বোঝা গেলো যে, নামাযে অলসতা করা মুনাফিকদের আলামত। নামায না পড়া অথবা শুধু মানুষের সামনে পড়া আর গোপনে না পড়া অথবা মানুষের সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে আর গোপনে তাড়াতাড়ি আদায় করে নেয়া অথবা নামাযে এদিক সেদিক খেয়াল করা আর মনঃস্থিরের জন্য কোনো চেষ্টা না করা, ইত্যাদি এসব অলসতার আলামত।

২ মুনাফিকদের আযাব কাফেরদের চেয়েও অধিক কঠোর হবে তা এজন্য যে, তারা দুনিয়াতে নিজেদেরকে মুসলমান বলে কাফেরদের সংশ্লিষ্ট শরয়ী আহকাম থেকে দূরে ছিলো আর কাফের হওয়ার পরেও মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়া আর ইসলামের সাথে হাসি ঠাট্টা করা তাদের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৬. কিন্তু ওই সব লোক, যারা তাওবা করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করেছে আর আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে এবং নিজেদের দ্বীনকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠ করে নিয়েছে, তবে তারা মুসলমানদের সাথে রয়েছে আর অবিলম্বে আল্লাহ্ মুসলমানদের মহা প্রতিদান দেবেন।[১]

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭. এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও ঈমান আনো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? এবং আল্লাহ মূল্যায়নকারী, সর্বজ্ঞ।

টীকা:

১ মুনাফিক লোকেরা নিকৃষ্টতম কাফের কিন্তু তাদেরকেও তাওবা করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা জানা গেলো যে, যদি নিকৃষ্টতম কাফেরও তাওবা করে নেয় তার তাওবা কবুল করা হবে।